দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

রবিবার ছিল স্কুলে ভর্তিযুদ্ধের শেষ দিন। আঙ্গিনার বাইরে উৎকণ্ঠাকুল অভিভাবকবৃন্দ —জনকণ্ঠ

স্কুলে ভর্তির মাসব্যাপী যুদ্ধ শেষ

হালিয়াস খান

দীর্ঘ একমাস ধরে নগরীর স্কুলগুলোতে বিদ্যমান ভর্তিযুদ্ধ রবিবার শেষ হয়েছে। এ যুদ্ধ শেষ হয় সবশেষের ৮টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চেষ্টারও আপাতত ক্ষান্ত হয়েছে।

নগরীর ২৪টি সরকারী স্কুলে গত ১২ জানুয়ারি থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হলেও বেসরকারী স্কুলগুলোতে প্রায় একমাস আগে থেকেই ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। নগরীর সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ চললেও সার্বিক ভিড় ছিল ৪/৫টি সরকারী ও ৮/১০টি বেসরকারী স্কুলে। এসব স্কুলে সন্তান-সন্ততিকে ভর্তি করার জন্য অভিভাবকগণ প্রস্তুতি নিয়েছেন দীর্ঘদিন থেকে। একই সন্তানের জন্য ফরম কিনেছেন ৪/৫টি স্কুলের। সকাল বিকাল 'প্রাইভেট টিউটর' রেখে পড়িয়েছেন সন্তানকে। শুধু পড়িয়েই ক্ষান্ত হননি অভিভাবকরা। ভর্তি

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

স্কুলে ভর্তির

(প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষার পর অনেক অভিভাবক রেজাল্ট অনুকূলে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগেরও চেষ্টা চালিয়েছেন। নগরীর অন্যতম একটি নামকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে টেলিফোনের তদবিরের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত কোন ধরাই বন্ধ করেছেন। মোটা অঙ্কের 'ডোনেশন' দিয়েও অনেকে ভর্তি করাতে চেয়েছেন সন্তানকে। অনেকে এ ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে অধিকাংশ নামকরা স্কুলে প্রতিটি আসনের জন্য ১৫ থেকে ২০জন প্রতিযোগী ছিল। মাঝারি ধরনের স্কুলগুলোতেও ৮ থেকে। ১০জন শিক্ষার্থী একটি আসনের জন্য লড়েছে।

রবিবার নগরীর স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শেষের মাধ্যমে মূলত ভর্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এতে দেখা যাবে অনেক পরীক্ষার্থীই আসন স্বল্পতার কারণে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। এদেরকে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে হবে কোন কিন্ডারগার্টেনে। এসব কিন্ডারগার্টেনের অধিকাংশেই কোন ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় না। এখানে ভর্তি হয়ে কোন রকম লেখাপড়া চালিয়ে আবার এদের অনেকেই পররর্তী বছর ভাল স্কুলে ভর্তি হবার জন্য হয়ত প্রস্তুতি নিবে।